মির্জা ফখরুল ও তাঁর স্ত্রী করোনা আক্রান্ত

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তাঁর স্ত্রী রাহাত আরা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (১১ জানুয়ারি) বিএনপির চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইং সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শায়রুল কবির খান বলেন, আজ মঙ্গলবার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর করোনায় আক্রান্ত হন। আগের দিন সোমবার তার স্ত্রী রাহাত আরা আক্রান্ত হন। চিকিৎসকের পরামর্শে তারা দুই জন বাসাতেই রয়েছেন বলেন শায়রুল কবির খান।

পাসপোর্টের সূচকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৩তম। যৌথভাবে একই অবস্থানে আছে লিবিয়া ও কসোভো। গত বছরের অক্টোবরে পাসপোর্টের সর্বশেষ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৮তম।

বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা এখন থেকে আগাম ভিসা ছাড়া ৪০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তান রয়েছে তালিকায় সবার নিচে। দেশটির নাগরিকরা ২৬টি দেশে ভিসা ছাড়া চলাচল করতে পারবেন।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স পাসপোর্টের নতুন সূচক প্রকাশ করেছে। কোন দেশের পাসপোর্ট দিয়ে কতটি দেশে ভিসামুক্ত ভ্রমণ করা যায় তার ওপর ভিত্তি করেই সূচকটি তৈরি করা হয়েছে।

সূচকে তালিকার প্রথম সারিতে রয়েছে জাপান, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিনল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, স্পেন, অস্ট্রিয়া,ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, সুইডেনের মতো দেশগুলো।

জাপান এবং সিঙ্গাপুর যৌথভাবে প্রথম স্থানে রয়েছে। দেশ দুটির নাগরিকরা আগাম ভিসা ছাড়াই ১৯২টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন। এরপর যৌথভাবে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে জার্মানি ও দক্ষিণ কোরিয়া। এই দুই দেশের নাগরিকরা আগাম ভিসা ছাড়া ১৯০টি দেশে যেতে পারবেন।

তালিকায় ভারত ৮৩, নেপাল ১০৫, পাকিস্তান ১০৮, সিরিয়া ১০৯ এবং ইরাক ১১০তম। অর্থাৎ পাসপোর্ট সূচকে ভারতে চেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। তবে নেপাল এবং পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট হচ্ছে মালদ্বীপের। সূচকের ৫৮তম অবস্থানে থাকা দেশটির পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়াই ৮৮টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন। ১৭ বছর ধরে এই সূচক প্রকাশ করে আসছে দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস। তিন মাস পর পর এ সূচক প্রকাশ করা হয়।

করোনা সংক্রমণ বাড়ছে: ১৩ জানুয়ারি থেকে ১১ বিধি-নিষেধ

আবারও বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন। এবার করোনা রোধে ১১টি বিধি-নিষেধ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। যা আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

গতকাল সোমবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই বিধি-নিষেধ জারি করে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনসাধারণকে অবশ্যই বাড়ি বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতে সারা দেশে

পরিধানের বিষয়ে সকল মসজিদে জুমার নামাজের খুতবায় ইমামগণ সংশ্লিষ্টদের সচেতন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়েছে।

প্যারেড গ্রাউন্ডে কুচকাওয়াজে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী, যোগ দিলেন রামনাথ

বিজয়ের সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ কুচকাওয়াজ চলছে। সেখানে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত হয়েছেন। বিশেষ কুচকাওয়াজে যোগ দিয়েছেন ঢাকা সফররত ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর আগমনের পর রাষ্ট্রীয় সালামের মাধ্যমে কুচকাওয়াজ শুরু হয়। এতে ছয়টি দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন। চার দেশের সদস্যরা কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছেন। আর দুটি দেশের সদস্যরা পর্যবেক্ষক হিসেবে রয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি প্যারেড গ্রাউন্ডে আসার কিছু সময় আগে সেখানে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ প্যারেড স্কয়ারে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান তাকে স্বাগত জানান।

সাড়ে ১০ টার দিকে প্যারেড গ্রাউন্ডে আসেন বাংলাদেশ সফররত ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এসময় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী,

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ও তিন বাহিনী প্রধান তাকে অভ্যর্থনা জানান।

প্যারেড গ্রাউন্ডে এসেই অভিবাদন মঞ্চে যান রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। আর ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিভিআইপি গ্যালারিতে নিজেদের আসন গ্রহণ করেন। এরপর জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানিয়ে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

এরপর খোলা জিপে প্যারেড পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। পরে তিনি পুনরায় অভিবাদন মঞ্চে অবস্থান করলে শুরু হয় মহান বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ।

এর আগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ভোর সাড়ে ৬টায় রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এ সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের বীর শতিদদের স্মরণে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর।

এরপর সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা জানাতে জনতার ঢল

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ।

কুষ্টিয়ার অনিক মাহমুদ পেলেন বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড

বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১ সম্মাননা স্মারক লাভ করেছে কুষ্টিয়ার অনিক মাহমুদ। বিশেষভাবে সক্ষম ক্যাটাগরিতে বিজয়ী অনিক মাহমুদকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়ামে বিজয়ী অনিক মাহমুদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর উদ্যোগে ৭ম বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১ সারাদেশ থেকে বিশেষভাবে সক্ষম ক্যাটাগরিতে বিজয়ী অনিক মাহমুদকে এই সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এছাড়াও সেরা ৯৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর, বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১-এর উপদেষ্টা ও বেসিসের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ফারহানা এ রহমান এবং বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১-এর প্রধান বিচারক ও বেসিসের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম রাওলি, ব্যাংক এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরফান আলী, ব্যাংক এশিয়ার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জিয়া আরফিন, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল এবং বেসিস সহ-সভাপতি (প্রশাসন) শোয়েব আহমেদ মাসুদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমদ‍ পলক বলেন, প্রতিবন্ধী হয়েও ফ্রিল্যান্সিং কাজ করে সফলতা লাভ করেছে কুষ্টিয়ার অনিক মাহমুদ। তাঁর শারীরিক বাধা কোনো ‘বাধা’ হয়ে ওঠেনি। ঘরে বসেই ই শিখন নামক ওয়েবসাইট থেকে কাজ শিখে নিজে আয় করার পাশাপাশি আরও অনেকের আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন এই তরুণ। অনলাইন মার্কেটপ্লেস ফাইভার ও আপওয়ার্কে কাজ করে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আরও তরুণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

তিনি আরও বলেন, নিজের শারিরীক প্রতিবন্ধকতার কাছে হার মানেননি

অনিক মাহমুদ। মনোবল হারাননি সে। অদম্য লড়াকু অনিক মাহমুদ এখন সফল ফ্রিল্যান্সার। অনেকের আইডলও বটে। প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমদ‍ পলক আরও বলেন, সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে অন্তত এক লাখ ফ্রি-ল্যান্সারদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে চায়। আর এর জন্য তিনি বেসিসের মাধ্যমে ফ্রি-ল্যান্সারদের প্রস্তাবনা দেওয়ার জন্য আহ্ববান জানান তিনি।

এবার বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১-এর কার্যক্রম ২৭ অক্টোবর ২০২১ থেকে নিবন্ধনের মাধ্যমে শুরু হয় এবং ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে চৌদ্দ শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড ২০২১’ এর নিবন্ধন করেন। এর মধ্যে থেকে বিচারকমণ্ডলীর মাধ্যমে ধাপে ধাপে যাচাই বাছাই করে, প্রতিষ্ঠান পর্যায় ও ব্যক্তি পর্যায়, এ দুটি ভাগে, সাত ক্যাটাগরিতে মোট ৯৯টি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু আজ

সারা দেশে জাতীয় ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে আজ শনিবার। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে এ কর্মসূচি। চার দিনের এ কর্মসূচি চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে প্রায় দুই কোটি শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ (ঢাকা) শিশু হাসপাতাল প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ঢাকায় জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করবেন।

জাতীয় পুষ্টি সেবা ও জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজর (ডিপিএম) ডা. গাজি আহমাদ হাসান বলেন, ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সারা দেশে ছয় থেকে ১১ মাস বয়সি প্রায় ২৩ লাখ শিশুকে একটি করে নীল রঙের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল (এক লাখ আই.ইউ) খাওয়ানো হবে। এ ছাড়া ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সি প্রায় এক কোটি

৮৭ লাখ শিশুকে একটি করে লাল রঙের (দুই লাখ আই.ইউ) ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

সারা দেশে প্রায় এক লাখ ২০ হাজার কেন্দ্রে এই জাতীয় ক্যাম্পেইন চলবে। তবে করোনার কারণে এবার বাস ও রেলস্টেশনগুলোতে ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র পরিচালনা বন্ধ থাকবে।

ওয়ার্ড পর্যায়ে ইপিআই আউট রিচ সেন্টার, কমিউনিটি ক্লিনিক, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (এফডব্লিউসি), উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতালের ইপিআই কেন্দ্র ও মেডিকেল কলেজে কেন্দ্র করা হবে।

এ ছাড়া শহরাঞ্চলে আরবান ডিসনেপনসারি এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান যেমন, সূর্যের হাসি ক্লিনিক ও মেরিস্টোপের মতো বিভিন্ন বেসরকারি এনজিওগুলোতে শিশুদের ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। প্রতিটা কেন্দ্রে হেলথ ওয়ার্কারের সঙ্গে দুজন করে স্বেচ্ছাসেবক থাকবে।

প্রত্যেক উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের তত্ত্বাবধান করতে স্বাস্থ্য সহকারী ও হেলথ ইন্সপেক্টর নিয়োজিত রয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি এনজিও কর্মীরাও সহায়তা করবে।

আবরার হত্যায় ২০ আসামির মৃত্যুদণ্ড

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় ২০ জনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া এ মামলার অপর পাঁচ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ট্রাইব্যুনাল ১-এর বিচারক আবু জাফর মো. কামরুজ্জামান বুধবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর এ হত্যা মামলায় রায় ঘোষণা করবেন। রায় ঘোষণার সময় ২২ আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকি তিন আসামি এখনও পলাতক রয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলো- মেহেদী হাসান রাসেল, মো. অনিক

সরকার, মেহেদী হাসান রবিন, ইফতি মোশাররফ সকাল, মো. মনিরুজ্জামান মনির, মো. মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন, মো. মাজেদুর রহমান মাজেদ, মো. মুজাহিদুর রহমান, খন্দকার তাবাককারুল ইসলাম তানভীর, হোসাইন মোহাম্মদ তোহা, মো. শামীম বিল্লাহ, এএসএম নাজমুস সাদাত, মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম, মুনতাসির আল জেমি, মো. শামসুল আরেফিন রাফাত, মো. মিজানুর রহমান, এসএম মাহমুদ সেতু, মোর্শেদুজ্জামান জিসান, এহতেশামুল রাব্বি তানিম ও মোস্তবা রাফিদ। এর মধ্যে শেষে তিনজন পলাতক রয়েছে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলো- অমিত সাহা, মুহতাসিম ফুয়াদ হোসেন, মো. আকাশ হোসেন, মুয়াজ আবু হুরায়রা, ইশতিয়াক আহমেদ মুন্না। এর আগে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ২২ আসামিকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানায় আনা হয়।

২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর বুয়েটের শেরেবাংলা হলের গেস্টরুমে আসামি কতিপয় ছাত্রলীগ নেতা সভা করে বুয়েটের ১৭তম ব্যাচের ছাত্র আবরারকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। পর দিন রাতে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আবরার হত্যার ঘটনায় তার বাবা মো. বরকত উল্লাহ বাদী হয়ে ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলা করেন।

তদন্ত শেষে গত বছরের ১৩ নভেম্বর আদালতে মামলার চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ২৫ জনকে অভিযুক্ত করে এ চার্জশিট দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১১ আসামি সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়। বাকি ১৪ জনকে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ততার কারণে চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গত বছরের ২১ জানুয়ারি এ মামলার চার্জশিট গ্রহণ করেন আদালত। ওই বছরের ১৮ মার্চ ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কেএম ইমরুল কায়েশ মামলাটি বদলির আদেশ দেন। এর পর একই বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর ২৫ আসামির বিরুদ্ধে চার্জ (অভিযোগ) গঠনের মাধ্যমে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়।

গত ১৪ মার্চ এ মামলায় কারাগারে থাকা ২২ আসামি আত্মপক্ষ সমর্থনের শুনানিতে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। অপর তিন আসামি পলাতক থাকায় আত্মপক্ষ শুনানি করতে পারেনি। এর পর কয়েকজন আসামি নিজেদের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্যও দেন। ৭ সেপ্টেম্বর মামলায় কিছু ত্রুটি থাকায় রাষ্ট্রপক্ষ পুনরায় চার্জ গঠনের আবেদন করে।

৮ সেপ্টেম্বর আদালত ২৫ আসামির বিরুদ্ধে পুনরায় চার্জ গঠনের আদেশ দেন। এর পর ১৪ সেপ্টেম্বর আত্মপক্ষ শুনানিতে ২২ আসামি ফের নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। এর পর আসামিপক্ষ ও রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে মামলাটি রায়ের পর্যায়ে পৌঁছায়।

মামলার চার্জশিটে বলা হয়, আসামিরা যোগসাজশে শিবির সন্দেহে আবরারের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে নির্মমভাবে পিটিয়ে তাকে হত্যা করেন। চার্জশিটে আবরার ফাহাদ রাব্বী হত্যা মামলায় আবরারের রুমমেট মিজানুর রহমান ওরফে মিজানকে হত্যার মূল হোতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তিনিই আবরারকে শিবির বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

এর পর শেরেবাংলা হলের গেস্টরুমে কয়েকজন আসামি সভা করে এ হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। পরে আবরারকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। চার্জশিটে অভিযুক্ত ২৫ জনের মধ্যে এজাহারভুক্ত ১৯ জন এবং তদন্তে আগত ৬ জন রয়েছেন। এ ছাড়া অভিযুক্তদের মধ্যে আটজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ থেকে ডা. মুরাদকে বহিষ্কার

জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের পদ থেকে ডা. মুরাদ হাসানকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তিনি জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

আজ মঙ্গলবার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সম্প্রতি খালেদা জিয়া ও তার নাতনি জাইমা রহমানকে নিয়ে ফেসবুক লাইভ আলোচনায় কুরুচিকর মন্তব্য করে ব্যাপক সমালোচনায় পড়েন ডা. মুরাদ। এরপর সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয় নায়িকা মাহির সঙ্গে তার আপত্তিকর ফোনালাপ। এর মধ্যেই আরেক ভিডিও আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেত্রীদের নিয়েও তিনি অপমানজনক

বক্তব্য দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলে দল ও দলের বাইরে।

এর জেরে গতকাল সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুরাদ হাসানকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রাম থেকে ই-মেইলে পদত্যাগপত্র পাঠান মুরাদ হাসান।

ডা. মুরাদকে জেলা আ.লীগ থেকে অব্যাহতি

অশালীন ও শিষ্টাচারবহির্ভূত বক্তব্য দেওয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানকে জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন নেতারা। জরুরি সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট বাকী বিল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ চৌধুরীসহ শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট বাকী বিল্লাহ বলেন, আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক দল। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জেলা কমিটির সদস্যের মতামত নিয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. মুরাদ হাসানের বিরুদ্ধে দলীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিকে সোমবার মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়ে ডা. মুরাদ হাসান পদত্যাগ করেছেন।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসানের পদত্যাগপত্র প্রতিমন্ত্রীর তথ্য কর্মকর্তা গিয়াস উদ্দিন মঙ্গলবার বিকাল ৩টার দিকে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব মাহমুদ ইবনে কাশেমের কাছে

জমা দেন। এ তথ্য গিয়াসউদ্দিন নিজেই যুগান্তরকে জানান।

এর আগে দুপুরে পদত্যাগপত্রটি মন্ত্রণালয়ের সচিবের দফতরে পাঠানো হয়। ই-মেইলে তিনি এ পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে মুরাদ হাসান লেখেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্ব-শ্রদ্ধেয় সালাম নেবেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৯ মে ২০২১ তারিখের স্মারকমূলে আমাকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমি আজ ৭ ডিসেম্বর ২০২১ সাল থেকে ব্যক্তিগত কারণে স্বেচ্ছায় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতে ইচ্ছুক।

এমতাবস্থায়, আপনার নিকট বিনিত নিবেদন, আমাকে অদ্য ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার লক্ষ্যে পদত্যাগপত্র গ্রহণে আপনার একান্ত মর্জি কামনা করছি।

পদত্যাগপত্রে ভুল লিখেছেন মুরাদ। ২০১৯ সালে তাকে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলেও পত্রে তিনি ২০২১ উল্লেখ করেন।

মুরাদ হাসান জামালপুর-৪ (সরিষাবাড়ী উপজেলা) আসনের সংসদ সদস্য। তার বাবা প্রয়াত মতিউর রহমান তালুকদার জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। বেশ কিছু দিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কিত বক্তব্য এবং কর্মকাণ্ডের কারণে মুরাদ সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিমন্ত্রীর কিছু অডিও-ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় দেশজুড়ে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় বইছে।

এতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও সরকার। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পারলেও সারা দেশে দলের নেতাকর্মীরা তার ওপর বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ। এ ঘটনায় বিএনপিসহ বিভিন্ন নারী সংগঠনও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারা ডা. মুরাদের পদত্যাগ দাবি করেন।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী মুরাদ হাসানকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবারের মধ্যেই পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে মুরাদকে।